5

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 19 JUL 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

সনাতন ভর্তি সমস্যা

ভর্তি সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ইতিমধ্যে দেশের বেশ কিছু স্কুলকে কলেজে উন্নীত করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখে আরও স্কুলকে কলেজে উন্নীত করা প্রয়োজন বলে অনেকে মত প্রকাশ করছেন। দৈনিক বাংলার এক রিপোর্টে যে চিত্র ফুটে উঠেছে তাতে বোঝা যায় ভর্তি সমস্যা এখনো যথেষ্ট প্রকট। এবছর এসএসসি পরীক্ষার ফল দেখে আমরা সন্তুষ্ট হতে পারিনি। কারণ ফেলের হার বেশী, পাসের হার কম। কিন্তু সমস্যা হয়েছে, এই কমসংখ্যক পাস করা ছাত্র-ছাত্রীদের স্থান সংকুলান হবার যোগ্য আসন সংখ্যাও কলেজগুলিতে নেই। কলেজের সংখ্যাও তুলনামূলক-ভাবে কম। দৈনিক বাংলার রিপোর্ট অনুযায়ী এ বছর মোট ১ লাখ ৯৭ হাজার ৮১১ জন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, কলেজ বা সমপর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মিলিয়ে আসন সংখ্যা রয়েছে মাত্র ৯৭ হাজার। অর্থাৎ লাখের ওপর আসন ঘাটতি। শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে এ বছর হাজার দশেক আসন বৃদ্ধি করার উদ্যোগ নেয়া হবে। কিন্তু তাতেও সমস্যা দূর হবে না।

শিক্ষাঙ্গনে ভাল কলেজ বা নামী কলেজকে কেন্দ্র করে আরেক সমস্যা সৃষ্টি হয়। সবাই চায় ভাল কলেজে ভর্তি হতে। কিন্তু সারাদেশে ভাল বলে চিহ্নিত কলেজগুলির আসন সংখ্যা মাত্র ৩০ হাজার। আর রাজধানী ঢাকায় এরকম কলেজের আসন সংখ্যা মাত্র ১২ হাজার। কিন্তু মেধাতালিকা, স্টার প্রাপ্ত এবং প্রথম বিভাগ মিলিয়ে মেধাবী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৪৫ হাজারেরও বেশী। অতএব, আসন সংখ্যা বাড়াবার পরও চাহিদা মিটছে না। অর্থাৎ আরো বৃহৎ আকারে কলেজের আসন সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে। সেই সঙ্গে শিক্ষাগত মানসম্পন্ন অর্থাৎ ভাল কলেজের সংখ্যাও বাড়াতে হবে।

ভর্তি সমস্যা নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ চিন্তাভাবনা করছেন বলে আমরা শুনতে পাই। বিষয়টা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। দেশে শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। শিক্ষা বলতে আমরা নিশ্চয়ই শুধু অক্ষরজ্ঞান বা প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার বুঝব না। মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষাও যথা-যোগ্য গুরুত্ব পাবে বলে আমরা মনে করি। সামাজিক বিকাশ, উন্নত প্রযুক্তি ও দক্ষতা আয়ত্ত করা এবং অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য এর প্রয়োজন আছে।

আমাদের দেশের অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আমরা সচেতন। তারপরেও আমরা বলব, কলেজ এবং তার আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা দরকার। আসলে সর্বস্তরেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি করা দরকার। শিক্ষার প্রসারের জন্য এটা জরুরী। তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অর্থ শুধু দালান কোঠা নয়— একথা মনে রাখতে হবে। শিক্ষার মান সম্পর্কে সচেতনতা বজায় রাখার চেষ্টা থাকতে হবে।